সমকাল

শুক্রবার, ০৭ সেপ্টেম্বার ২০১৮

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অবস্থান অস্পষ্ট

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির সমমান নিয়ে প্রশ্ন

■ কামরান সিদ্দিকী

ফাতেমা বিনতে সাখাওয়াত। এসএসসি পাসের পর ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হন তিনি। ২০১৭ সালে তার ডিপ্লোমা ডিগ্রি সম্পন্ন হয়। পরে তিনি ভর্তি হতে চান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি ডিগ্রি কলেজে স্নাতক পর্যায়ে। কিন্তু ডিপ্লোমা ডিগ্রি এইচএসসির সমমানের কি-না, এ বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট মহলের সুস্পষ্ট কোনো ঘোষণা না থাকায় ভর্তি করা হয়নি তাকে।

ফাতেমার মতো অসংখ্য শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন সময় একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। দেশে ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষা সম্পন্নকারীদের মান আসলে কী? উচ্চমাধ্যমিক না স্নাতক– কোনটির সমমান এই ডিপ্লোমা ডিগ্রি? এ প্রশ্ন বহুকাল ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা জানিয়েছেন, ডিপ্লোমার মান এইচএসসির ওপরে এবং স্নাতকের নিচে। তবে তারা এ-ও জানিয়েছেন, এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশিকা বা সরকারি প্রজ্ঞাপন নেই।

দেশে সরকারি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা ৪৯টি এবং বেসরকারি সাড়ে চারশ'র বেশি। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসব কলেজ পরিচালিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সরকারি চাকরিতে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে ১০ম গ্রেডে যোগ দিতে পারেন। তারা ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি পেয়ে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হতে পারেন। যা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কাউকে পেতে হলে অন্তত পক্ষে অনার্স অথবা মাস্টার্স সম্পন্ন হতে হয়। অন্যদিকে একজন এইচএসসি উত্তীর্ণ

শিক্ষার্থী তৃতীয় শ্রেণির চাকরিতে যোগদানের সুযোগ পান।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান সমকালকে বলেন, এসএসসি পাস করার পর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি শিক্ষার্থীরা চার বছরের কোর্স সম্পন্ন করেন। তাই তাদের অবস্থান এইচএসসির ওপরে। স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে গিয়ে তাদের চার বছর পড়তে হয় না। ডুয়েটে তারা সাড়ে তিন বছরের মধ্যে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি পান। আবার কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা তিন বছরের মধ্যে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি পেতে পারেন। তবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এসব শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারেন কি-না, এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানাতে পারেননি তিনি।

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর একজন শিক্ষার্থী কোন সমমানের ডিগ্রি পেলেন, সে বিষয়ে সরকারের কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা না থাকার বিষয়টি স্বীকার করে বোর্ড চেয়ারম্যান বলেন, এ বিষয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনকেই চিন্তা করতে হবে। তাদের অবস্থান তুলে ধরতে হবে।

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের (আইডিইবি) সাধারণ সম্পাদক শামছুর রহমান সমকালকে বলেন, সাধারণ শিক্ষার পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

সঙ্গে ডিপ্লোমা ডিগ্রির ইক্যুইভ্যালেন্স করা নেই। এ ব্যাপারে তারা কোনো দাবিও জানাবেন না। তবে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড চাইলে এটা করতে পারে। এ ব্যাপারে বোর্ডের সুনির্দিষ্ট কমিটিও আছে।

যত বিপত্তি : সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগগুলোতে ডিপ্লোমা ডিগ্রির শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারেন না। তবে কিছু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডুয়েটে তারা স্নাতক (সম্মান) কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। একইভাবে তারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত কলেজগুলোতে সাধারণ স্নাতক কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান না। এ প্রসঙ্গে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসেন সমকালকে বলেন, তারা ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের স্নাতকে ভর্তি নেন না। তবে যেসব কলেজে প্রাইভেট ডিগ্রি করার সুযোগ রয়েছে, সেখানে এটি সম্ভব।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ হানিফ আলী বলেন, এসএসসি-এইচএসসি উত্তীর্ণরাই তাদের বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং উত্তীর্ণদের ভর্তির সুযোগ নেই। কেন নেই এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এটা তো সরকারের পলিসির বিষয়।